MAR. 24

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

নিরাপত্তাজনিত কারণে ...

আওয়ামী লীগের ৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-২

কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি ও লুটপাটের ফলে ভার্সিটি তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে

আবদুল মালেক ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেক্টরে গত ৫ বছরে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এর সাথে ভার্সিটির শীর্ষপদ থেকে পিয়ন-দারোয়ান পর্যন্ত জড়িত। কিন্তু কোন ঘটনারই নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি। সেজন্য লুটপাটের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয় দুরূহ। তবে একমাত্র পরিবহন দফতরে দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট এবং ভিসি-প্রো-ভিসির পরস্পরবিরোধী লিফলেট থেকে অনুমিত হয়, দুর্নীতি ও লুটপাটের ফলে ভার্সিটি একটি তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি বা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা। শিক্ষক ও স্টাফদের বেতন-ভাতার পরই সবচেয়ে ব্যয়বহুল খাত হচ্ছে পরিবহন সেক্টর। সেখানে শিক্ষকদের যাতায়াতের জন্য নিজস্ব বাস আছে ১৫টি। স্টাফ বহনের জন্য ভাড়া করা হয় ১১টি বাস। বিভিন্ন অফিসের ও জরুরী সার্ভিসের জন্য কার, মাইক্রো ও জীপ আছে ১৯টি। ছাত্র-ছাত্রী যাতায়াতের জন্য ভাড়া করা হয়েছে ১ জোড়া শাটল ট্রেন। ট্রেনের ভাড়া রেলওয়ের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মতো পরিশোধ্য। অন্যান্য যানবাহনের খরচাদি পরিবহন দফতরের মাধ্যমে ব্যয় হয়। এ খাতে প্রতিবছর ব্যয় হয় কোটি কোটি টাকা। এটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিরাট দুর্নীতিবাজ চক্র। সম্প্রতি দুর্নীতির যে তথ্য পাওয়া গেছে তা ভয়াবহ। ডঃ নুরুল মোস্তফার নেতৃত্বে সম্পাদিত তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, পরিবহন দফতরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক গাজী গোলাম কিবরিয়া এই সেক্টরে যোগ দেয়ার আগে থেকেই ভুয়া স্লিপ দিয়ে নিজস্ব প্রাইভেট কারে ভার্সিটির সাথে সংশ্লিষ্ট ফিলিংস্টেশন থেকে অকটেন নিতেন। গত বছর ২৬ সেপ্টেম্বর একইভাবে অকটেন ভরে তিনি ঢাকা যান। কিন্তু নিয়মমতো স্লিপে ড্রাইভারের স্বাক্ষর না থাকায় ঘটনা ধরা

১৫ এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

আওয়ামী ৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-২

(৮-এর পৃষ্ঠার পর)

পড়ে। ভার্সিটির গাড়ীগুলোতে তেল সরবরাহের জন্য একটি ফিলিংস্টেশনের সাথে চুক্তি রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ভিন্ন স্টেশন থেকে নিম্নমানের তেল কিনে তার স্লিপ ওই স্টেশনে উপস্থাপন করে নগদ-টাকা লুটে নিত। ভার্সিটির গাড়ী মেরামতের নীতিমালাও কোনও অনুসরণ করা হয়নি। বিল পরিশোধের বেলায় যাকে যেভাবে খুশি সেভাবে দেয়া হয়েছে। এ জন্য লাখ লাখ টাকার মেরামত বিলের হদিস নেই। ছোট গাড়ীগুলোতে প্রতি মাসে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তবতাবর্জিত। ০০০১ নম্বর পিকআপে ৩ মাসেই ২৯২৪ লিটার জ্বালানি গেছে। ১৯৫৮ নম্বর কার ও ৭৬৬ নম্বর মাইক্রো ভিসি ও প্রোভিসির ২য় গাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ দুটোতে যেসব জ্বালানি গেছে তার কোন রিকুইজিশন নেই। গ-১৮ নম্বর গাড়ী প্রোক্টর অফিসের। প্রোক্টর ক্যাম্পাসে থাকার কথা। কিন্তু থাকেন শহরে। ফলে এতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়। এছাড়া গাড়ীটি একাধিকবার চট্টগ্রামের বাইরে গেছে বলে তদন্তে প্রকাশ। যেসব গ্যারেজে গাড়ী মেরামত করা হয়, তারা লাখ লাখ টাকার বকেয়া বিল উপস্থাপন করছে। কিন্তু হিসাব বিভাগ বলছে, সমস্ত বিল পরিশোধিত। ফলে ব্যয়ের কোন হিসাব মিলছে না। তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে এ সংক্রান্ত দলিলাদির কোন সন্ধান পায়নি। আশংকা করা হচ্ছে সমস্ত দলিল গায়েব করা হয়েছে। সম্প্রতি তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালককে চাকরিচ্যুত ও অপর একজন কর্মকর্তাকে পদাবনতি করা হয়েছে।

পরিবহন দপ্তরে যেভাবে লুটপাট হয়েছে অন্যান্য সেক্টরেও একই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তদন্ত না হওয়ায় সেসব তথ্য উদঘাটিত হয়নি। গত মাসে সিনেট নির্বাচনের সময় ভিসি-প্রোভিসির পরস্পর বিরোধী লিফলেটে দুর্নীতির অনেক তথ্য বেরিয়ে পড়েছে। লিফলেটে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, স্থানীয় অনুপযুক্ত লোকজনকে ভার্সিটিতে চাকরি প্রদান ও অবৈধ পদোন্নতির বিনিময়ে মাথাপিছু ৫০ হাজার থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ আদায় করা হয়েছে। ভার্সিটির সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে লাখ লাখ টাকার গাছ কেটে কতিপয় শিক্ষক ও ক্যাডাররা ভাগাভাগি করে ভাগবাটোয়ারা করেছে। এমনকি একাডেমিক ভবনের জন্য কেনা দরজা, জানালা ও রড-সিমেন্ট পর্যন্ত কোন কোন শিক্ষক নিজস্ব ঘরের জন্য নিয়ে গেছেন। লিফলেটটি প্রকাশ করেছে আওয়ামীপন্থীরা। সুতরাং এসব অভিযোগ অনস্বীকার্য।

বর্তমান প্রশাসনের আমলে প্রায় ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়েছে। এ ২টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল ডঃ আর আই চৌধুরীর আমলে। জানা গেছে,

ভবন ২টির টেন্ডার নিয়মমাফিক হয়নি। বেশ কয়টি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কাজের সিডিউল চেয়ে টেন্ডার দানে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের টেন্ডার জমা দিতে দেয়া হয়নি। মোটা অংকের কমিশনের বিনিময়ে ২টি প্রতিষ্ঠানকে কাজ ২টি দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে ৪র্থ একাডেমিক ভবনের নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল ৪র্থ তলা পর্যন্ত। বাজেট বরাদ্দ ছিল ১২ কোটি ৪৮ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। কিন্তু নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভবনটির ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হচ্ছে অতিরিক্ত ২ কোটি ৪৯ লাখ ১৭ হাজার ৯শত টাকা। নিয়ম মতো ১০ হাজার টাকার ওপর কোন কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করতে হয়। কিন্তু এই বিপুল অর্থের কাজের কোন টেন্ডার হয়নি। একই কোম্পানীকে কোন দামদর ছাড়াই কাজটি দেয়া হয় বলে জানা গেছে। সূত্র জানায় যে, কর্তৃপক্ষ ৫ম তলার মোট কাজের মধ্যে প্রথম দফা প্রায় দেড় কোটি টাকার কাজ করতে বলেছিল। কিন্তু যে কোন সময় ভার্সিটি প্রশাসনের পরিবর্তন ঘটতে পারে আশংকায় পণ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে তারা সম্পূর্ণ কাজটি একসাথে করার ও বিল পরিশোধের শর্ত আরোপ করে। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের দাবী পূরণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ইঞ্জিনিয়ার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা। অথচ, পরিকল্পনা দপ্তরের রিপোর্টে উল্লেখ, আর্থিক সংকটের ফলে অন্যান্য খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা হয়েছে। এটাও নিয়ম বহির্ভূত। একই সাথে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৫ম তলা নির্মাণের জন্য ঠিকাদারের দাবী পূরণে ইঞ্জিনিয়ার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তার সুপারিশ রহস্যজনক। এ থেকে অনুমিত ভার্সিটির সকল দপ্তর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।

অনুসন্ধানে প্রকাশ, দলীয় শিক্ষক ও কর্তারা যে যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবেই অনুদান ঋণ ও নগদ সহায়তা পেয়েছেন। গত ৫ বছরে লাখ লাখ টাকা এভাবে ক্যাশ থেকে উঠে গেছে। এমনকি চাকরি থেকে অবসরের আগেই অগ্রীম পেনশন উত্তোলনের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা এসব কাজে সহায়ক। বিনিময়ে তারা নগদ কমিশন ও অবৈধ পদোন্নতি পেয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী সিন্ডিকেটে অগ্রীম পেনশন উত্তোলনের ঘটনা এজেন্ডাভুক্ত ছিল। সভায় প্রধান হিসাব নিয়ামক উপস্থিত ছিলেন। এজেন্ডাটি অতিক্রম করার পর তিনি বাইরে এসে টেলিফোনে উক্ত শিক্ষককে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার সহায়ক ভূমিকার কথা জানিয়ে উল্লাস করতে থাকেন। অথচ একমাত্র রেজিস্ট্রারই সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জানাবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

লাগামহীন দুর্নীতি ও লুটপাটের ফলে ৫ বছরে বাজেট ঘাটতি দ্রুতগতিতে বেড়েছে। বিএনপি প্রশাসন অপসারিত হওয়ার আগেই ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেট প্রণীত হয়েছিল.

প্রাপ্ত তথ্য মতে, সে সময় বাজেট ঘাটতি ছিল ১ কোটি ৭৮ লাখ ৩৭ হাজার টাকা। আর আওয়ামী প্রশাসনের আমলে ১৯৯৭-৯৮ সালের প্রথম বাজেটেই ঘাটতি দাঁড়ায় ৪ কোটি ২ লাখ ৪১ হাজার টাকা। পরের বছর এই ঘাটতি ৬ কোটিতে এবং বর্তমানে ৮ কোটিতে উন্নীত হয়েছে বলে জানা গেছে। এভাবে ঘাটতির ফলে ভার্সিটি প্রশাসন সরকারের কাছে কয়েক দফা বিশেষ বরাদ্দের দাবী জানান। শেষ পর্যায়ে চ্যান্সেলর প্রায় ২০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ দেন। কিন্তু এ টাকা কোথায় কিভাবে ব্যয় হবে তার কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা পাওয়া যায়নি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভার্সিটির দুর্নীতি ও লুটপাটের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং এ কাজে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর হস্তক্ষেপ জরুরী। নইলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে স্বাভাবিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। প্রশাসনের দুর্নীতির ক্ষতিপূরণ আদায় হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। বর্তমান সরকারের আমলে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ফি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কমিয়ে দেয়া হয়েছে ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা। ♦